রোহিঙ্গা সম্প্রদায়: এনজিওদের উপস্থিতি কমায় উদ্বেগ বেড়েছে
বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

মার্চ ও এপ্রিলে কোভিড-১৯ নিয়ে গুজব: একনজরে গতিপ্রকৃতি
বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি
রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৩৭ × বুধবার, ১৩ মে ২০২০

কোভিড-১৯ সম্পর্কে **স্থানীয় সম্প্রদায়ের** ধ্যানধারণা

সূত্র: কোভিড-১৯ সম্পর্কে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধ্যানধারণা বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ফোনে ছয় জন পুরুষ ও ছয় জন নারীর সাথে, মোট ১২টি বিশদ সাক্ষাৎকার (আইডিআই) নিয়েছে। সাক্ষাৎকার ৪ঠা মে ও ৮আই মে, ২০২০ তারিখে নেয়া হয়েছিল।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারী, উভয়েই প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া ও টিভি থেকে খবরাখবর পাচ্ছেন

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে তারা টিভির বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেল এবং ফেসবুক পেইজ থেকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে জেনেছেন। তারা জানিয়েছেন যে তারা টিভির সংবাদ থেকে সাবধানতা, লক্ষণ এবং বাংলাদেশ ও সারা পৃথিবীতে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে জানতে পেরেছেন। পুরুষ ও নারী উভয়েই বলেছেন যে তারা লাউডস্পিকারে ঘোষণা শুনেও তথ্য জেনেছেন। এছাড়াও পুরুষরা বাংলাদেশ সরকার, আইআরডিসিআর ও বাংলাদেশ পুলিশের থেকে অনেক তথ্য জেনেছেন বলে জানিয়েছেন।

> “অনেক দিন হয়ে গেল আমরা বাড়িতেই আছি তাই সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক আর টিভি থেকেই খবরাখবর পাই।”
>
> – পুরুষ, সমাজসেবী, উখিয়া

> “আমি টিভিতে সংবাদ দেখেই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে এসব তথ্য জেনেছি, তবে আমাদের এলাকায় মাইকে ঘোষণা থেকেও কিছু খবর জানতে পেরেছি।”
>
> – নারী, গৃহিণী, উখিয়া

পুরুষরা বলেছেন যে তারা চায়ের দোকান, অন্যান্য দোকান, বাস স্ট্যান্ড, খাবার ও সবজির বাজার এবং মসজিদে নিজেদের মধ্যে কোভিড-১৯ নিয়ে আলোচনা করেন।

ফেসবুক দেখে পুরুষদের ধারণা জন্মেছে যে চীনে ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটেছে বা তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা অ-মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি। ফেসবুকে পোস্ট পড়ে পুরুষরা বলেছেন যে তাদের মতে ভাইরাস চীন থেকেই ছড়িয়েছে। তাদের বেশিরভাগই বিশ্বাস করেন যে মুসলিম দেশগুলোতে ছড়াবে বলেই চীন এই ভাইরাস তৈরি করেছে। তাদের বিশ্বাস আল্লাহর দয়ায় ভাইরাস চীন ও অন্যান্য অ-মুসলিম দেশে ছড়িয়েছে।

> “মানুষের মধ্যে হানাহানির কারণে আল্লাহ এই শাস্তি দিচ্ছেন। অ-মুসলিমরা সবসময় মুসলিমদের ওপর অত্যাচার করে, তাই আল্লাহ মানুষের মধ্যে এই ভাইরাস ছেড়েছে। মসজিদ খুলে দেয়া দরকার যাতে মানুষ নামাজ পড়তে পারে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে।”
>
> – পুরুষ, কৃষক, উখিয়া

পুরুষদের মতে সরকারের পক্ষে এই সংকট সামলানো মুশকিল হবে, কারণ সম্প্রদায়ের মানুষ ততটা শিক্ষিত নয় যে পরিস্থিতি কতটা মারাত্মক তা বুঝবে।

স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে ভাইরাস ছড়ায়, সেটার লক্ষণ কী কী এবং কীভাবে নিরাপদ থাকতে হবে জানলেও, তাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণাও রয়েছে

নারী ও পুরুষ উভয়েই বলেছেন যে মানুষের হাঁচি-কাশি থেকে বাতাসের মাধ্যমে অথবা সংক্রামিত মানুষের স্পর্শ থেকে ভাইরাস ছড়ায়।

> “কেউ কোভিড-১৯ রোগীর সাথে একই বাসে উঠলে, সেও ভাইরাসে আক্রান্ত হবে।”
>
> – নারী, সমাজসেবী, টেকনাফ

তারা জানিয়েছেন যে সংক্রামিত মানুষের শ্বাসকষ্ট হয় এবং তাদের জ্বর ও গলা ব্যথা হয়। তারা ফেসবুক, টিভিতে খবর ও লাউডস্পিকারে ঘোষণা থেকে এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জেনেছেন। তারা এও উল্লেখ করেছেন যে ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং সহজেই একজনের থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা জানেন যে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষদের ভাইরাসের ঝুঁকি বেশি। তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করার কারণে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভাইরাস খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। সেই সাথে তাদের আশংকা যে মিয়ানমার থেকে নবাগত রোহিঙ্গারা ভাইরাস ছড়াতে পারেন। পাশাপাশি তারা এই উদ্বেগও জানিয়েছেন যে রোহিঙ্গা সহায়তায় কর্মরত এনজিও কর্মী ও বিদেশীরা ক্যাম্পে ভাইরাস বহন করে আনতে পারেন। তাদের আশঙ্কা যে এনজিও কর্মীরা রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও কক্সবাজারের মধ্যে যাতায়াত করছেন

তাদের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার এবং সেটা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ঝুঁকি খুব বেশি।

অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন যে মাস্ক পরলে, বাড়ির ভেতরে থাকলে আর বার বার হাত ধুলে ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাদের বিশ্বাস লাল চা, লেবু, গরম পানি, স্যালাইন আর মধু খেলে এই রোগ সেরে যাবে। কিছু মানুষ বলেছেন যে তারা জানতে পেরেছেন, চীন জাপানি ওষুধ ব্যবহার করে অনেককে সারিয়ে তুলেছে। অন্যরা বলেছেন যে বাংলাদেশে মৃত্যুহার কম হওয়ার কারণ হল হাসপাতালে দেয়া ওষুধ খুব ভালো কাজ করছে।

কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়েই জানিয়েছেন যে তাদের আশেপাশে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নন। তারা শুনেছেন যে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে কিন্তু সেখানে শয্যার সংখ্যা খুবই কম। তারা মনে করছেন যে খুব সম্ভবত তাদের চিকিৎসার জন্য কক্সবাজারে যেতে হবে।

> “বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের রোগী আর মৃতের সংখ্যা অন্য দেশের তুলনায় কম। আমার মনে হয় এখানে হাসপাতালে যে ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা ভালো কাজ করছে।”
>
> – পুরুষ, ছুতোর, উখিয়া

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়: এনজিওদের উপস্থিতি কমায় উদ্বেগ বেড়েছে

সূত্র: গুজব ট্র্যাকিং থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং সেই সাথে ২৮শে এপ্রিল ও ৩রা মে তারিখে ১ই, ১ডব্লিউ, ২ডব্লিউ এবং কুতুপালং ক্যাম্পে আয়োজিত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে রোহিঙ্গারা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার পর থেকে সেবা কমে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন। কিছু মানুষের কাছে সেবার ঘাটতি ভাইরাসের চেয়ে কম উদ্বেগজনক নয়। তাই ক্যাম্পে কোভিড-১৯ এর কোনও কেস না থাকলেও, এই ভাইরাস ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জীবনে ইতিমধ্যেই বড় প্রভাব ফেলেছে।

> “ক্যাম্পে এনজিওরা আসা বন্ধ করে দিলে আমাদের কী হবে? আমরা চিন্তায় আছি যে খাবার আর এলপিজি-র বিতরণ বন্ধ হয়ে গেলে কী হবে।”
>
> – নারী রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> “ক্যাম্পে আমরা খাবার আর গ্যাস নিয়ে চিন্তায় আছি। বিতরণ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের কী হবে? স্বাস্থ্য কেন্দ্র এখনো খোলা আছে কিন্তু খুব বেশি মানুষ যাচ্ছে না, সকলে ভয় পাচ্ছে। ক্যাম্পে এনজিও'রা আসা বন্ধ করে দিলে কী হবে?”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২০-২৪, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

মার্চ মাস থেকে ক্যাম্পে মহামারীর কারণে নতুন কিছু নিয়ম ও বিধিনিষেধ চালু করা হয়েছে এবং রোগের ঝুঁকির ব্যাপারে চিন্তা করে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পে এনজিও ও অন্যান্য সেবা সরবরাহকারীদের প্রবেশ সীমিত করেছে। এর ফলে শরণার্থীদের মনে হচ্ছে যে সেবা কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

> “আমরা নিরাপদ বোধ করছি না। আমরা চিন্তায় আছি যে আমাদের কারো করোনা ভাইরাস হলে কী হবে, কারণ আমরা জানি না যে বাংলাদেশ সরকার আমাদের চিকিৎসা করাবে কিনা। আর এই পরিস্থিতি খুব বেশি দিন চললে আমরা কীভাবে বাঁচব জানিনা, করোনা ভাইরাস না হলেও আমরা অনাহারেই মরে যাব।”
>
> – পুরুষ রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, ১৮, কুতুপালং ক্যাম্প

> “এখন ক্যাম্পে খুব কম লোক আসছে, শুধু এনজিও না, সিআইসি ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের আসাও কমে গেছে। আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই চিন্তিত।”
>
> – পুরুষ রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী, কুতুপালং ক্যাম্প

কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রোহিঙ্গারা বলেছেন যে তারা এই মুহূর্তে নিরাপদ বোধ করছেন না। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা জানেন যে তারা এখনি সেবা ও তথ্যের জন্য এনজিও ও সংস্থার কর্মীদের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেন এবং জানতে উৎসুক যে ক্যাম্পে ভাইরাস ছড়ালে তারা আর কোনও সহায়তা পাবেন কিনা। চিকিৎসা এবং খাবার, শেল্টার, রান্নার গ্যাস ও বাইরের সহায়তা পাওয়া যাবে কিনা এই নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় আছেন।

> “আমরা কাজ নিয়ে চিন্তায় আছি, ভাইরাস... আমাদের ঘর তেমন শক্তপোক্ত না ... আমরা খাবার কীভাবে পাবো ভাবছি, আমাদের কাছে টাকা নেই। নিরাপদ বোধ করা কি সম্ভব?”
>
> – পুরুষ, ২৬-২৯ বছর, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

> “আমরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে খুব চিন্তায় আছি। কী হবে আমরা কিছু জানি না। আমরা বাঁচব কিনা তাই জানি না।”
>
> – নারী, ২৪-২৬ বছর, কুতুপালং ক্যাম্প

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামতে দেখা গেছে যে তারা নিরাপদ বোধ করছেন না। কোভিড-১৯ সংকটে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্যের অভাবই তাদের নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ। তারা ও তাদের পরিবার কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পাবেন কিনা জানেন না। চিকিৎসা নিয়ে উদ্বেগ ও সেবা বন্ধ করে দেয়া হবে এই আশংকা, এই দুটি বিষয় নিয়েই তারা সমানভাবে চিন্তিত। মতামতে তারা জরুরি ভিত্তিতে এরপরে কী ঘটবে সেই তথ্য জানতে চেয়েছেন।

মার্চ ও এপ্রিলে কোভিড-১৯ নিয়ে গুজব: একনজরে গতিপ্রকৃতি

সূত্র: মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে ক্যাম্পের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা রোহিঙ্গাদের মধ্যে যে গুজবগুলো ছড়াচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে জানাচ্ছেন। সময়ের সাথে সাথে গুজবের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল তা এই পরিমাণগত বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে। নীচে মার্চ মাসের সংখ্যা দিয়ে ১৫ই থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এবং এপ্রিলের সংখ্যা দিয়ে পুরো এপ্রিল মাস বোঝানো হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মোট ২০০টি গুজবের ব্যাপারে জানানো হয়েছে এবং সেগুলি নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১৮টি ১৫-৩১ মার্চের মধ্যে আরও ৮২টি এপ্রিলে জানানো হয়েছে।

প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও প্রতিকার

কীভাবে কোভিড-১৯ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুজব শোনা গেছে। উল্লিখিত সময়ের শুরুতে এই সংক্রান্ত গুজবের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল এবং এপ্রিলে সেটা খানিকটা কমেছে, বিশেষত ধর্মীয় সুরক্ষা সম্পর্কে গুজব। মার্চ মাসের শেষার্ধে ধর্মীয় সুরক্ষার ব্যাপারে ৩৩টি গুজব শোনা গেছিল যেখানে এপ্রিলে ৯টি ধর্ম সংক্রান্ত গুজব কানে এসেছে।

ঘরোয়া চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রতিকার সম্পর্কিত গুজব মার্চের শেষের দিকের তুলনায় এপ্রিলে সামান্য কমেছে। মার্চে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্পর্কে ২৩টি গুজব শোনা গেছিল যেখানে এপ্রিলে মাত্র ১৮টিই শোনা গেছে। এইসব প্রতিকারের মধ্যে রয়েছে আদা, রসুন বা কয়লা মেশানো গরম পানি খাওয়া এবং খাবারের তালিকায় নির্দিষ্ট কিছু খাদ্য যোগ করা বা বাদ দেয়া।

কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহ হলে কী ঘটবে সেই সম্পর্কিত গুজব

ভাইরাসের উৎস এবং কীভাবে তা ছড়ায় সেই সম্পর্কে মার্চে ২০টি গুজবের তুলনায় এপ্রিলে মাত্র ১০টি গুজবই কানে এসেছে।

কিন্তু যাদের লক্ষণ দেখা দেবে বা করোনা ভাইরাস টেস্টের ফলাফল পজিটিভ আসবে তাদের সাথে কি ঘটবে সেই নিয়ে গুজবের সংখ্যা বেড়েছে। যেখানে মার্চে এই ব্যাপারে ১৩টি গুজব শোনা গেছিল সেখানে এপ্রিলে ২৫টি শোনা গেছে। এই সব গুজবের বেশিরভাগেই দাবী করা হয়েছে যে, করোনা ভাইরাসের সন্দেহজনক বা নিশ্চিত রোগীদের কর্তৃপক্ষ কোনও অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাবে আর তারা সম্ভবত কখনোই ক্যাম্পে ফিরে আসবে না।

এই গুজবও ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে যে কারো টেস্ট পজিটিভ এলে হাসপাতালে চিকিৎসার সময় তাদের মেরে ফেলা হবে, নয়ত কর্তৃপক্ষ তাদের কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। এই গুজবটি সম্পর্কে মার্চ মাসে ১৫ বার ও এপ্রিলে সাত বার জানানো হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে মৃত্যু নিশ্চিত - এই গুজবটি এপ্রিলে পাঁচবার জানানো হয়েছে, যদিও মার্চে এই গুজবটি একবারও উল্লেখ করা হয়নি।

ক্যাম্পে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর ব্যাপারে গুজব

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে করোনা ভাইরাসের কোনও নিশ্চিত কেস না থাকলেও, মার্চে ক্যাম্পে কোভিড-১৯ এর সম্ভাব্য বা নিশ্চিত কেস সম্পর্কে ১২টি এবং এপ্রিলে তিনটি গুজব ছড়িয়েছে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোহিঙ্গা শব্দ

কোভিড-১৯ মহামারীর সংবাদ ক্যাম্পে পৌঁছনোর পর থেকেই রোহিঙ্গারা তাদের বোধগম্য ভাষা ও ফরম্যাটে তথ্য জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত তথ্য যাতে সকল রোহিঙ্গা বুঝতে পারেন তা নিশ্চিত করতে, ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য ও প্রচার উপকরণে সম্প্রদায়ের বোধগম্য শব্দাবলী ব্যবহার করা জরুরি। যেমন কোভিড-১৯ শব্দটি রোহিঙ্গারা সচরাচর ব্যবহার করেন না, কারণ তারা এই ভাইরাসকে করোনা ভাইরাস নামেই চেনেন।

> “সবাই চিন্তায় আছে। কি হবে সে ব্যাপারে আমরা স্পষ্টভাবে কিছু জানি না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৬-২৯, ক্যাম্প ১ডব্লিউ।

এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জেনেছি যে, সম্প্রদায়ের একটা অংশ, বিশেষত শিশু ও বয়স্ক মানুষরা কোভিড-১৯ সম্পর্কে যে বার্তাগুলি প্রচার করা হচ্ছে সেগুলো বুঝতে পারছেন না এবং তাদের অনেকেই সংক্রমণের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য দেয়া পরামর্শ মানছেন না। একই সাথে জানা গেছে যে রোহিঙ্গা নারীরা এই ভাইরাস এবং কীভাবে নিজেদের ও পরিবারকে রক্ষা করা যায় তা জানতে অত্যন্ত উৎসুক।

> “প্রতিবেশীদের সকলে বলছে আরও তথ্য (ভাইরাস সম্পর্কে) রয়েছে কিন্তু ব্লকের অন্যান্য মহিলাদের মতো আমিও সবসময় বাড়িতে থাকি আর সেই তথ্য জানতে পারি না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৬-২৯ বছর, ক্যাম্প ১ই

বাংলা (ইংরেজি)	রোহিঙ্গা	রোহিঙ্গা শব্দাবলীর বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ
কোয়ারেন্টাইন (quarantine)	mainshore alog gori rakon	মানুষকে আলাদা করে রাখা
আইসোলেশন (isolation)	coronavirus oile sira gori rakon	কেউ করোনা ভাইরাসে নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত হয়েছে জানা গেলে তাদের আলাদা করে রাখা
আইসোলেশন কেন্দ্র (isolation center/facility)	coronavirus oile sira gori rakibar zaga	করোনা ভাইরাসের নিশ্চিত রোগীদের রাখার জায়গা
চিকিৎসা কেন্দ্র (treatment center)	dhath'tha-hana	স্বাস্থ্য কেন্দ্র / হাসপাতাল (medical centre / hospital)
মারাত্মকভাবে অসুস্থ (terminally ill)	mooti biaram	মারাত্মকভাবে অসুস্থ (terminally ill)

এই টেবিলে সহায়তা কার্যক্রমে ব্যবহৃত কিছু নতুন বাংলা / ইংরেজি শব্দ এবং সেগুলোর রোহিঙ্গা ভাষায় অনুবাদ দেয়া হল। সময়ের সাথে এগুলোতে পরিবর্তন হতে পারে কারণ এগুলোর বেশ কয়েকটি প্রথমবার ব্যবহার করা হচ্ছে। টিডব্লিউবি গ্লসারিতে সহায়তা কার্যক্রমে ব্যবহৃত আরও রোহিঙ্গা শব্দ রয়েছে (টেক্সট: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/ অডিও ভার্সন: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/) এবং এই *যা জানা জরুরি* বুলেটিনের পরবর্তী সংখ্যায় নিয়মিত আপডেট প্রদান করা হবে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।